

বঙ্গবন্ধুর বংশে প্রত্যাবর্তন

রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি অবিদ্যমান ও ঐতিহাসিক দিন হিসেবে জিহ্বে তীব্র আছে। বঙ্গ জাতির জনক তাঁর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক অঙ্ককার হতে আশা করা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক অঙ্ককার হতে আশা করা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক অঙ্ককার হতে আশা করা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক অঙ্ককার হতে আশা করা যায়।

শ্রেষ্ঠতার করে পাকিস্তানের কাণ্ডাচারে বন্দী করা হলেও তাঁর অসুখস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর নামই চলে মুক্তিযুদ্ধে। বাঙ্গালী যখন প্রতিরোধ শুরু গড়ে তুলেছে তখনই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারণে প্রহসনের বিস্ময়ে তাঁরই আসামি হিসেবে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। কারণে বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা পাকে তাঁর জন্ম করে পশ্চিম পৌত্তোলন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বাধীনতা মুক্তিই প্রাথমিক আসামি হয়েও বঙ্গবন্ধু ছিলেন আত্মসম্মত।

বাঙ্গালীজাতকীয় জনতা দীর্ঘ নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবিতেও বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলেছে। তিনি দেশে ফিরে এলে তাঁকে এককালক দেখার জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে ভক্ত করে হাজিরি শহর-বন্দরের লাক্ষ্যে আবালবৃদ্ধ বনিতা উপস্থিত হয়েছিলেন ঢাকা নগরীতে। মইয়ান নেতা ঢাকার মেয়ে চোখের পানি ফেলেছিলেন, লাক্ষ্যে বাঙ্গালীও আবেগপ্রবৃত্ত হয়ে অন্তরে ভালোবাসা নিয়ে বহু কবেছিল সবার কণ্ঠে উচ্চারণিত হয়েছিলো জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জেয়াম নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। একজন নেতা একটি জাতির কাছে কত কাছে মানুষ, কত প্রাণের মানুষ হতে পারেন ১০ জানুয়ারীর প্রতীক্ষমান মানুষের চল ও আবেগ তার অনন্দ উল্লেখ্য হয়ে আছে।

জনগণের মাঝে ফিরে এসে দেশ গড়ার শপথের আহবান জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সৈনিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এখন বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ পূর্ণীয় বক্তব্যবাদের দায়িত্ব বাকের সম্পর্কে। দিক-নির্দেশ উপলক্ষে জেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সকালে জেলা আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মালাদান, জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন। বিকাল ৩টার দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাডঃ কে.এম. হোসেন আনী জানান জানিয়েছেন।

জেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে

ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আব্দুল সামাদ তালুকদারের আহবানে দেয়া ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধু রাইসন, সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু ইউসুফ সূর্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট বিমল কুমার দাস, সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়র সৈয়দ আব্দুর রউফ মুক্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক আলী, সিরাজগঞ্জ সদর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি এডভোকেট হাকিম, সাধারণ সম্পাদক নরুল ইসলাম সজল, জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা হাসনা হেনা, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জেহাদ আল ইসলাম, সাবেক এডিসি এম ও জেলা যুসুলীগের সদস্য আরিফুল ইসলাম শিপন প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম তালুকদার ছিলেন সহ ও বিনয়ী।

তার আদর্শ ও দেশপ্রেমের কারণে তিনি এখনো আমাদের মনে বেঁচে আছেন। তার নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার সিজাজ কারণে সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের দুঃসময়ে নেতাকর্তাদের নিয়ে দলীয় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করেছে।

সিরাজগঞ্জের ৬টি আসনে

৬টি সংসদীয় আসনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া ৩১জন প্রার্থীর মধ্যে ২২জন প্রার্থীই জামানত হারিয়েছেন। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, সিরাজগঞ্জ-১ আসনে (কাজিপুত্র ও সিরাজগঞ্জ সদরের একাংশ) মোট বৈধ ভোট পড়ছে ২ লাখ ৮৩ হাজার ২৬৬। ৪জন প্রার্থীর মধ্যে নৌকা প্রতিকের তানভীর পাকিল জয় ২ লাখ ৭৮ হাজার ৯৭১ ভোট পেয়ে টানা দ্বিতীয় বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি ৩জন জামানত হারিয়েছেন। এদের মধ্যে লাঙ্গল প্রতিকের জহুরুল ইসলাম পেয়েছেন ৩ হাজার ১৩৯ ভোট, জাসদ মনোনীত মশাল প্রতিকের বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম ৬০৫ এবং বিএনএম মনোনীত নোঙ্গর প্রতিকের সবুজ আলী পেয়েছেন ৫৭১ ভোট।

সিরাজগঞ্জ-২ আসনে (সিরাজগঞ্জ সদরের একাংশ ও কামারখন্দ) মোট বৈধ ভোট পড়ছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৯৯১। ৫জন প্রার্থীর মধ্যে নৌকা প্রতিকের ড. জালাত আররা তালুকদার হেনরী ১ লাখ ৮৪ হাজার ৮৫৮ ভোট পেয়ে প্রথম বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি ৪জন জামানত হারিয়েছেন। এদের মধ্যে জাতীয় পার্টির মনোনীত লাঙ্গল প্রতিকের আমিনুল ইসলাম বস্তু পেয়েছেন ৪ হাজার ৫৮০ ভোট, জকের গুটি মনোনীত আব্দুর রুবেল সরকার পেয়েছেন ২ হাজার ১৫ ভোট, ভূপমূল বিএনপি মনোনীত সোহেল রানা সোনালী আঁশ প্রতিকের পেয়েছেন ১ হাজার ৬৯৭ ভোট এবং ওরফার্স পার্টির মনোনীত সাদাফাত ১ হোসেন খান বাবুল হাফিজ প্রতিকের পেয়েছেন ৮৮১ ভোট। সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে (রাঙ্গামা-তড়াশাল) মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ১ লাখ ৬ হাজার ১৯৬।

৫জন প্রার্থীর মধ্যে নৌকা প্রতিকের ডাঃ আব্দুল আজিজ ১ লাখ ১৭ হাজার ৬৪২ ভোট পেয়ে টানা দ্বিতীয় বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ঈদগ প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী কুবর লীগ নেতা কৃষিবিদ সাখাওয়ারাজ হোসেন সুইট পেয়েছেন ৪৪ হাজার ৭০৮ ভোট। বাকি ৩জন জামানত হারিয়েছেন। এদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী নুরুল ইসলাম ত্রীক প্রতিকের পেয়েছেন ১ হাজার ৬৮৫ ভোট, জাতীয় পার্টির জাকির হোসেন লাঙ্গল প্রতিকের পেয়েছেন ১ হাজার ২৪৫ ভোট এবং

বিএনএম মনোনীত নোঙ্গর প্রতিকের গোলাম মোক্ষা পেয়েছেন ৯১৬ ভোট।

সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে (উল্লাপাড়া) মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ২ লাখ ৩০ হাজার ৬৭৭। নৌকা প্রতিকের নতুন মুখ গাজী শফিকুল ইসলাম শফিক ২ লাখ ২০ হাজার ১৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি দুইজন জামানত হারিয়েছেন। এদের মধ্যে জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতিকের হিন্দী প্রামাণিক ১ হাজার ৮৮ ভোট এবং জাসদ মনোনীত মশাল প্রতিকের মোস্তফা কামাল বকুল ২ হাজার ৯৬৪ ভোট পেয়েছেন। সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়ছে ১ লাখ ০৩ হাজার ৪০০। ৬জন প্রার্থীর মধ্যে নৌকা প্রতিকের আব্দুল মঈন মস্তুল ৭৭ হাজার ৪৪২ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ঈদগ প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফ বিশ্বাস পেয়েছেন ৭৩ হাজার ১৮৩ ভোট। বাকি ৪জন জামানত হারিয়েছেন। এদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাঁচি প্রতিকের আব্দুল্লাহ আল মামুন ২ হাজার ২০০ ভোট, জাতীয় পার্টির মনোনীত লাঙ্গল প্রতিকের ফজলুল হক ২৬৯ ভোট, বিএনএম মনোনীত নোঙ্গর প্রতিকের আব্দুল হাকিম ২১৩ ভোট এবং কুবর শ্রমিক জনতা লীগ মনোনীত পামড়া প্রতিকের নুরুল হক পেয়েছেন ১৩৩ ভোট।

সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়ছে ১ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭৫। ৮জন প্রার্থীর মধ্যে নৌকা প্রতিকের নতুন মুখ ফয়সল ইসলাম ১ লাখ ২৮ হাজার ৮৯০ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ঈদগ প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা হালিমুল হক মির ২৫ হাজার ৬৭৬ ভোট পেয়েছেন। বাকি ৭জন প্রার্থী জামানত হারিয়েছেন। এদের মধ্যে বিএনপি মনোনীত একতা প্রতিকের কাজী মোঃ আলামিন পেয়েছেন ২৪৩ ভোট, তৃণমূল বিএনপির তারিকুল ইসলাম সোনালী আঁশ প্রতিকের ৩৮ ভোট, বিএনএম মনোনীত মোহাম্মদ শামীম নোঙ্গর প্রতিকের ২১১ ভোট, জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতিকের শ্রী মোজার হোসেন ১০৭ ভোট, জাসদনে মোজাম্মেল হক মশাল প্রতিকের ৯৫২ ভোট ও ওরফার্স পার্টির রেজাউল করিম খান হাফিজ প্রতিকের পেয়েছেন ৩০৮ ভোট।

শাহজাদপুরে আত্মনে পুড়ে

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম উপস্থিত হয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আত্মনিরুপণে আসেন। এ আত্মনের ঘটনায় নগর অর্থসহ দোকানে থাকা মালাপাড়া পুড়ে প্রায় কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে দোকান মালিক আনন্দ কুমার ঘোষ। মশলপাড়ার সকালে সেরেজামিনে গেলে এলাকাসবায়ী ও দোকান মালিক আনন্দ কুমার ঘোষ জানান- সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে দোকানে আত্মনে পুড়ে। মুহুরের মধ্যে আত্মনের লেহিহান শিখা ফিনিক দিয়ে বের হতে থাকে দোকানের ভিতর থেকে। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে রাত ২টার দিকে এসে আত্মনিরুপণে আসেন। তৎক্ষণে দোকানের মালাপাড়া পুড়ে ছিঁই হয়ে গেছে। এ ভয়াবহ আত্মনে অজ্ঞত এক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ বিষয়ে শাহজাদপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টাফর ইনস্পেক্টর রেজাউল করিম জানান- রাত দেড়টার দিকে পোরজালা বাজারে একটি মুদি দোকানে আত্মনে লাগে। খবর পেয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আত্মনিরুপণে আসেন। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে বেদান্তিক শর্ট সার্কিট থেকে আত্মনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নিরূপণ করা যায়নি।

সিরাজগঞ্জ পৌরসভার সকল

প্রেটে। সিরাজগঞ্জ চেয়ার অব কর্মস এড ইভাঙ্গির নব-নির্বাচিত পরিচালক ও ১০ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল সাত্তারের সৌজন্যে এ পিটুদী উৎসবের আয়োজন করা হয়।

প্রথম আলো সাবেক

প্রথম আলো বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদক আঃ মুনছুর রাব্বি, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাঈম সৈয়দ, যুগ্ম - সাধারণ সম্পাদক সাথী খান্নু, মো. সাকিব হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক জুনায়দ বাবু, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক আনন্দ কুমার সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল আহমেদ, সদস্য মনজুরুল আলম কবুল, মহিষের আখ্যায় মাগফেরাত কামনা দোয়া পরিচালনা করেন জাব্দুয়ালীন উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদদের পেশ ইমামও খতিব হাফেজ মুকতি মাওলানা মো. আইয়ুব আলী, স্বরণ সভা অনুষ্ঠানটি সফলতরান করেন প্রথম আলো বঙ্গু সভা সন্মানিত উপদেষ্টা মো. আবুল কাশেম।

সিরাজগঞ্জ ও পাণবায় সেনাবাহিনীর

মাঠে ১১ আর্টিলারি ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সূফী মোঃ আতাউর রহমান ও ৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি অফিসারকে হার কর্তৃক রেঃ ইমরান হোসেনের উপস্থিতিতে শীতারঙ্গের মাঠে কবল বিতরণ করা হয়। সুবিধাভোগীরা সেনাবাহিনীর এ মানবিক কার্যক্রমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় বারে সংসদ

কাজ করেছেন। এলাকার সকলেই আমাকে ভোট দিয়েছেন। বিপুল ভোটে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করেছেন। এজন্য আমি আশানদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি গাজী দেলওয়ার আলী প্রমাদিক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান রতন, সাবেক কার্যকারী সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

বেলকুটিতে পত্রিকা নেয়া হয়

হতক্ষেপে অবশেষে এ বিষয়ে থানায় মামলা নেয়া হয়। দৌলতকে বাদ রেখে পুণ্ডি মোমিন বাদী হয়ে মামলা করেন। এর আগে সকালে দৌলত স্বশরীরে এজাহার দিয়ে গোপে কৌশলে তা জিটি আনারে এঞ্জি করেন শুনি। এরপর পুলিশ সুপারের হতক্ষেপে বিশেষ নিরাপত্তা বাবা-ছেলেতে দ্বিতীয় দফা থানায় ডেকে নেয়া হয়। দৌলত মস্তল বাী হতে চাইলেও আইনগত জটিলতার ওসির পরামর্শে শেখ-পুন্ডি বাী হই মোমিন। মামলা লেগেও বেলকুটি উপজেলা পরিষদে আইস চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী শেখসহ জবাবদারী অধরা। নির্বাচন পরবর্তী সহি-সভায় বেলকুটির সম্মেলন, চালা, চরলালা, জিদুরী, তামাই, ভালাবাড়ি, এনায়েতপুর, বেতিশ ও খামারাম্মামে ঈদগ প্রতিকের দু'জন সমর্থকদের ওপর মারপীট ও বাড়ি কাড়িয়ে দিলে ঘটলে। এ মালার এজাহারে জাতি নাম, দৌলত মস্তল রাজনীতির সাথে জড়িত না হলেও তার স্ব-ছেলে কনকে-কনকারী নবাবনী মোমিন মস্তল ও ছোট ছেলে বেলকুটি পৌরসভার অফিস সহকারী নবাব মস্তল সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুটি চৌহালী) আসনে ঈদগ প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকমন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের সমর্থক ছিলেন। নির্বাচনে বিজয়ী হন নৌকার প্রার্থী আব্দুল মঈন মস্তল অধিক।

জয়-পরাভ্রয়ের পরদিন সোমবার দৌলত মস্তলের ছোট ছেলেকে প্রান নাশের চমকী সেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী ও তার দলবর। মশলপাড়ার সকাল ১০টা বেলকুটি আদালত পাড়ায় পত্রিকা বিক্রির সময় তার বাবা দৌলত মস্তলকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার হুমকী-ধামকী ো উপজেলা আইস চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী। এরপর চালায় কুদুর কোলটারে ভাড়া পত্রিকে শিরে দৌলত মস্তল ও তার বড় ছেলে মোমিন মস্তলকে পরিবার ও প্রতিবেশীর সামনেই মারপীট করেন ইউসুফ ও তার শোকজন। এদিকে, মশলপাড়ার সকালে বেতিশ ও খামারাম্মামে ঈদগ সমর্থকদের ধাওয়া দিয়েছে নৌকার সমর্থকরা। বেতিশ থাকে বিলাস দাসের বাড়ি ভাঙ্চুর, কামারপাড়া বুদ্ধিন সরকারের দোকান ঘাণে ছেলে সেয়া হয়। ওই দু'গ্রামের ঈদগ সমর্থকরা ভয়ে পালিয়ে রয়েছেন।

দৌলত মস্তল বলেন, 'এর আগে নৌকার প্রার্থীর সমর্থক সাবেক প্রমি-নেতা মোতালাবে আমার দু'ছেলেকে মারধোর করেন। ঐ ঘটনায় মামলা করলেও বেলকুটির সাবেক খ্যারুল বাহার আসামীদের সাথে যোগাযোগ করে মামলাটি শূন্য করে দেন। মোতালাবেবসহ সকল আসামীকে অব্যাহতি দেয় পুলিশ। আজ সকালে আমি ও আমার বড় ছেলেকে মারপীট করেন নৌকার সমর্থক উপজেলা আইস চেয়ারম্যান। দৌলত না নিয়ে ওসি জিটি করেন। পরে সাংবাদিকদের কারণে মামলা নেয়া হয়। আশা করিয়েছে শ্রমিক নেতা মোতালাবের মত উপজেলা আইস চেয়ারম্যান ইউসুফ ওসির তদন্তে বাদ না পড়েন। মেয়র সাজাদুল হক রেজা বলেন, 'বেলকুটিতে নির্বাচনের পর দৌলত মস্তল ও তার ছেলে মোমিন এবং নাবিনসহ ঈদগ সমর্থকদের ওপর অত্যাচার চলছে। বেলকুটির সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান পূর্নহ ইসলাম বলেন, 'বেলকুটির ওসি কর্তমান পেকাপট বাসাল দিতে পারছেন না।' উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সোমল আশামুরবিবাস বলেন, 'বেলকুটির ওসি আনিসুর রহমান শুরু থেকেই দিলকীত আচরণ করছেন। সুবন্দাড়া এমপি সমপ্রতি বোমা বিস্ফোরণের সম্বন্ধে ও চরমপন্থী সদস্য কুটিয়ার ফজল হকের রহস্য উন্মোচন তো দূরের কথা গত ২২ দিনে ঘটনার মূল আসামী সাবেক মোতালাবে ছেলে মোতালাবেকে ধরতে পারেনি পুলিশ। ঈদগ প্রতিকের প্রার্থী সাবেকমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস বলেন, 'বেলকুটির ওসি আনিসুরের কারণে নির্বাচন পরবর্তী সহিসস্তা বেড়েছে। বেলকুটির ওসি আনিসুর রহমান বলেন, 'বাদীর লিখিত এজাহার অনুযায়ী মামলা হয়েছে। এর আগে তার বাবার জিটিও এঞ্জি করা হয়েছে।

আসামী গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া চলছে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার আসামী মোতালাবে সরকার কে খুঁজে পুলিশ।' পুলিশ সুপার মোঃ আরিফুর রহমান মস্তল সাংবাদিকদের বলেন, 'দৌলত মস্তল ও তার ছেলে মোমিন মস্তলকে মারপীটের ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলার আসামী গ্রেপ্তারের বিষয়ে থানার পাঠাংশীপি বেলকুটির সাবেক এমসপি ও ডিবি পুলিশকেও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নৌকার প্রার্থী এমপি মঈন মস্তলের সমর্থক উপজেলা আইস চেয়ারম্যান ইউসুফ আলী সাংবাদিকদের বলেন, 'দৌলত মস্তলের ছেলে মোমিন মস্তল ইয়াবা সেবনকারী' ছোট ছেলে নাবিন মস্তল সন্তানী-গোবর্ডের দিন তারা আমার ছেলেকে মারপীট করেছে। সেজন্য দৌলত মস্তলের বাড়িতে গিয়ে পুলিশের সামনেই ছেলেদের নিয়ে এলাকা থেকে অন্যত্র চলে যেতে বলাই। মামলার বিষয় অবগত নই।'

সহকারি শিক্ষক সমাজ

জানান। এসময় বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি আশীষ কুমার ঘোষ সাধারণ সম্পাদক কে এম সানোয়ার হোসেন, সদুর উপজেলার সভাপতি আমিনুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রাব্বি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ফুলেল তোড়তা কালে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সিরাজগঞ্জ এই প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী নারী নেত্রী নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ড. জালাত আরা হেনরী কে শিক্ষা মন্ত্রী অথবা সাংস্কৃতিক মন্ত্রী পদ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আহ্বান করেন।

রঞ্জিত কুমার ঘোষের

কল্পা হয়। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও শোক সন্তজ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন সিরাজগঞ্জ-৫ আসনের এমপি আব্দুল মঈন মস্তল, থানা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রশেদুল ইসলাম সিরাজ, স্বামী ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনকল কাঠামো এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর সফলতম প্রজ্ঞাপন মোতাবেক পাইকপাড়া মডেল হাইস্কুল, ডাকঘর-বনবাড়ীয়া, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা-সিরাজগঞ্জ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ডােকোনাল ট্রেড কোর্স অনুষ্ঠান প্রাষ্ঠ) এস.এস.সি (ডোকেশনাল শাখা) ট্রেড এ্যানিসটেট (ডোকেশন ইলেকট্রিঞ্জ ওকার্ক) ও ইনফর্মেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি) গদে ০১ (এক) জন করে লোক নিয়োগ করা হবে। আর্থহী প্রার্থীদের কোন-বৃকৃত বোর্ড হতে সর্নিষ্ট ট্রেড এইচএসসি (ডোকেশনাল) (যাবায়া বারম্পনা) ২য় বিভাগ (সেম্যান্সি ডিজিপিএ) সমগ্র শিক্ষা জীবনে ০১ (এক) টি বোর্ধ ৩য় বিভাগ/শ্রেণি সমমান গ্রহণ যোগ্য হবে না। বসস অনর্থ ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতার-সকল সনদপত্র, দুই কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সহ ১০০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফট জনতা ব্যাংক মাসুদপুর শাখার অনুকূলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রধান শিক্ষক বরাবরে আবেদন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক পাইকপাড়া মডেল হাইস্কুল - বনবাড়ীয়া, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।